Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

**জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী**

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

**বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক**

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 29th July. 1959 { ১১শ সংখ্যা




মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

## পশ্চিমবঙ্গ কি চাহিয়াছিল—কি পাইয়াছে—কি পাইবে।

### যাহা চাহিয়াছিল—

—•—

সরকারী জনস্বার্থ বিরোধী খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে এবং জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবীসমূহ আদায়ের জন্য মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটী ১৫ই জুন হইতে রাজ্যব্যাপী যে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণা করেন, তদনুযায়ী সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গালায় সোমবার ১৫ই জুন প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

কলিকাতায় এইদিন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারের নিকট এই সাত দফা দাবী পেশ করা হয়ঃ

(১) রাজ্য সরকারকে পাঁচ লক্ষ টন চাউল অথবা তদনুরূপ ধান্য সংগ্রহ করিতে হইবে। চাউলের কলের মালিকদের উপর শতকরা ৫০ ভাগ লেভি ধার্য্য করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আসিবে। সরকারকে খাদ্যশস্যের পর্য্যাপ্ত ষ্টক মজুত রাখিতে হইবে।

(২) সংশোধিত রেশন শপসমূহে খাইবার উপযোগী চাউল সাড়ে সতের টাকা মণ দরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করিতে হইবে। প্রত্যেককে কম পক্ষে দেড় সের চাউল এবং এক সের গম অথবা ময়দা দিতে হইবে। এই ব্যবস্থাসমূহ সহ রাজ্যের সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংশোধিত রেশনের দোকান খুলিতে হইবে।

(৩) মজুতদার, চোরাবাজারী এবং মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) অবিলম্বে খয়রাতি সাহায্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন দেড় টাকা হারে টেষ্ট রিলিফের কাজও চালু করিতে হইবে।

(৫) কৃষি ঋণ, সার, এবং ছোট ও বড় সেচ ব্যবস্থার জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। খাজনা, ঋণের সুদ প্রভৃতি সংগ্রহ বন্ধ রাখিতে হইবে।

(৬) সর্ব্বস্তরে সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটী গঠন করিতে হইবে।

(৭) খুচরা চাউলের দোকানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খোলা বাজারে যাহাতে চাউল বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীঅমর বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিরাট জনসভায় আর-এস-পি নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এম-পি, কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্ত বসু, এস-ইউ-সি নেতা শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলশেভিক নেতা শ্রীবরদা মুকুটমণি প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আবেদন-নিবেদনের পথে যদি কিছু হইত তবে তাঁহারা সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইতেন না। কংগ্রেস সরকার রাজ্যে এবং কেন্দ্রে বারংবার খাদ্য সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন যে, খাদ্যের চোরাবাজারীদের সহিত রাজ্য সরকার যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করিয়াছেন। কঠিন আঘাত দিতে না পারিলে এই আঁতাত ভাঙ্গিবে না। এজন্য তিনি আন্দোলনকে জোরদার করিতে আহ্বান জানান।

রাজ্যের খাদ্য সমস্যার জন্য রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করিয়া তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসর ঘাটতি পূরণ করিতেছেন, অথচ চাউল পাওয়া যাইতেছে না কেন? খাদ্য সম্পর্কিত উচ্চ পর্য্যায়ের আলোচনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সরকারের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তিত না হইলে কিছু হইবে না। মুনাফাখোরদিগের সহিত সরকারের ষড়যন্ত্র "শেষ বারের মত" ভাঙ্গিতে হইবে।

আমরা কেবল শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর ভাষণ দিলাম।

ইহার পর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় গান্ধীজীর আদর্শ অনুকরণে খাদ্যনীতির ব্যর্থতা স্বীকার করিয়া চাউলের নিয়ন্ত্রণ বন্ধন খুলিয়া দিলেন। খাদ্য দপ্তরে দাবার চাল চালিবার জন্য বঁড়ের স্থানে ঘোড়া, ঘোড়ার স্থানে পিল ও পিলের স্থানে মন্ত্রী বসাইলেন। খাদ্যাভাব "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" দেখিয়া কেন্দ্রে যাহা হইল—

## খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতিতে কেন্দ্র বিচলিত

পশ্চিম বঙ্গের সামগ্রিক খাদ্যাবস্থা বিশেষতঃ রাজ্য সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া সংবাদে জানা গিয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর নির্দেশে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী একদল বিশেষজ্ঞ সরকারী প্রতিনিধি পশ্চিম বঙ্গে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব শ্রী বি. বি. ঘোষ পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত সংবাদসমূহের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু খাদ্যমন্ত্রী শ্রী জৈনের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রীকে অবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার জন্য একদল সরকারী বিশেষজ্ঞ পশ্চিম বঙ্গে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। এই প্রতিনিধিদল প্রশাসনিক গলদ ও দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগগুলি সম্পর্কেও তদন্ত করিবেন।

আগষ্ট মাসের প্রথম দিকেই কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞদল কলিকাতায় পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের নাম এখন পর্য্যন্তও সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় নাই। অপরপক্ষে রাজ্য সরকার মনে করেন যে, খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের

[ অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন।

## মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট

## তুঁতগাছ রোপণ সম্পর্কে আবেদন

মুর্শিদাবাদ জেলার স্মরণাতীতকালের বিশ্ব-বিখ্যাত রেশম, রেশম ব্যবসা ও রেশমশিল্পের আকর্ষণেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গদেশে আগমন ও ফলতঃ কালক্রমে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। অতীতের এই খ্যাতির কথা স্মরণ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী বিশেষতঃ রেশম শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের এই শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে; যাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই এই জেলায় পুনরায় ঘরে ঘরে রেশমকীট উৎপাদন ও পালন রেশমের কুটিরশিল্প গড়িয়া ওঠে এবং আবার এই শিল্পজাত দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান লাভ করে। এই দশম বার্ষিক বনমহোৎসব উপলক্ষে ১লা জুলাই হইতে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৯ পর্য্যন্ত, মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম উৎপাদন অঞ্চলগুলিতে অর্থাৎ যে সব অঞ্চলে রেশমকীট পালন, রেশমীসূতা উৎপাদন, মটকার সূতা কাটা অথবা মটকা বয়ন বা রেশম উৎপাদন সংক্রান্ত কোন না কোন কাজ হইয়া থাকে, সেই সব অঞ্চলে প্রতিটি অধিবাসী যেন তাহাদের গৃহ সংলগ্ন ভূমিতে বা নিকটবর্ত্তী উঁচু জায়গায় বা মাঠের আল প্রভৃতি স্থানে তুঁত-গাছের ( যথা Morus Alba ) চারা অথবা কলম ব্যাপকভাবে রোপণ করেন। এই সকল তুঁতগাছের কলম বা চারা নিকটবর্ত্তী 'সেরিকালচার' নার্সারি-গুলিতে অথবা "সেরিকালচার" বিভাগের জেলা পরিদর্শকের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। মনে রাখবেন, তুঁতগাছ সাধারণতঃ নদী হইতে অনতিদূরে বালুকাযুক্ত ( বেলে ) অথবা মৃত্তিকাকণাযুক্ত (loamy) জমিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত জমি যেন খুব নীচু না হয় যাতে জলে ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা না থাকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে তুঁতগাছের কাটাডাল (cutting) (Morus Alba) অতি সহজেই বৃহদাকার গাছে পরিণত হয়। এই গাছগুলিকে শিশু অবস্থায় গবাদি পশুতে যেন নষ্ট করিতে না পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই শ্রেণীর গাছ একবার সৃষ্টি হইলে এই গাছের পাত খাওয়াইয়া একচক্রী (Univoltine) রেশমের কীট পালন করা সম্ভব। একচক্রী (Univoltine) শ্রেণীর গুটি যেমন কেবল তুঁতগাছেরই ( ঝোপের নয় ) পাতা খাইয়া পুষ্টি লাভ করে তেমনি আবার প্রতিটি গুটি হইতে মোটামুটিভাবে ৬০০ সংখ্যক ডিম পাওয়া যায়। এই একচক্রী (Univoltine) শ্রেণী মুখ্যতঃ শীতের সময়ে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণতঃ "অগ্রহায়ণ বন্দে" হয়। পক্ষান্তরে বহুচক্রী (Multivoltine) রেশমকীট সকল একচক্রী (Univoltine) হইতে অনেক ছোট ও নিকৃষ্ট এবং বড় তুঁতগাছের পাতায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ঐ সব নিকৃষ্ট ছোটজাতের বহুচক্রী (Multivoltine) রেশমকীট বা "পলু" কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন তুঁত ঝোপের (Bush Mulberry) পাতা খায়। কিন্তু এই সকল উৎকৃষ্ট একচক্রী (Univoltine) রেশমকীট বা পলুর জন্য বড় তুঁত গাছের পাতাই যথেষ্ট ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন তুঁত ঝোপের (Bush Mulberry) পাতার আবশ্যক হয় না। সেইজন্য উৎকৃষ্ট বড়জাতের ( একচক্রী বা Univoltine) রেশমকীট পালনের প্রথম ধাপই বা কার্য্যই হইল বড় তুঁতগাছের চারা রোপণ করা। তুঁতগাছ বড় হইলে গুটি সংগ্রহ করিয়া কিছুদিন রাখার পর গুটি কাটিয়া যে মথ বাহির হয় তাহা হইতে ডিম হয়। প্রস্ফুটিত ডিম হইতে যে কীট বাহির হয় তাহাদিগকে তুঁতগাছের কচিপাতা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া আহার্য্য হিসাবে দিতে হইবে। কীটগুলিকে সাধারণতঃ সূক্ষ্মভাবে কাটা পাতার উপর রাখা যেমন প্রয়োজন তেমনি ঐ পাতাগুলিকে আবার নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বদলাইয়া দেওয়া দরকার। এইভাবে রেশমকীট তুঁতপাতা হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া যখন পরিপুষ্ট হইবে, তখন পাতা খাওয়ান বন্ধ করিয়া তাহাদের শরীর হইতে রেশমী সূতা বাহির করিতে হইবে। এই সময়ে তাহাদের "চন্দ্রাকীর" উপর রাখিতে হইবে। গুটি অথবা কীট হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ রেশমী সূতা পাওয়া যাইবে। এই গুটিগুলিকে বিক্রয় করা চলিবে, আবার গুটি হইতে সূতা পাওয়া যাইবে অথবা যদি গুটি কাটিয়া মথ বাহির হয়, সেই কাটা গুটি হইতে মটকার সূতা পাওয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের দ্বারা রেশমশিল্প সমৃদ্ধির পথ সহজ হইবে। রেশম তন্তুজীবিরা এই প্রকারে নিজেদের উৎপাদিত সূতা নিজেদের প্রয়োজনীয় অংশ রাখিয়া দিয়া অতিরিক্ত সূতা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থায় যে শুধু তাহাদের উৎপাদিত রেশমী দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য নিম্নগামী হইবে তাহাই নয়, তাহাদের পারিবারিক আয়ও বৃদ্ধি পাইবে, কারণ তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সূতা বেনারস অথবা অন্যত্র বিক্রয় করা চলিবে। এইভাবে ঘরে ঘরে রেশমকীট উপাদনের জন্য ও রেশম কুটিরশিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপকভাবে তুঁতের গাছ রোপণ করুন।

বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গে রেশমীসূতা কল স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি ১০০ সংখ্যক বেসিনের সিল্ক রিলিং কেন্দ্র (100 basin filatures) স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। ঐ কেন্দ্রগুলির জন্য বহুল পরিমাণে গুটির প্রয়োজন হইবে এবং ঐ চাহিদা মিটাইতে মুর্শিদাবাদ জেলায় গুটি উৎপাদন উপরিউল্লিখিত প্রথায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদের রেশমতন্তুজীবি ভাইদের বিশেষ-ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমানকালে এই শিল্প "বেয়ন" ও "নাইলনের" সাথে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। সুতরাং প্রত্যেক রেশম তন্তুজীবিকে উপরিলিখিত উপায়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করিয়া রেশম শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য বহুল পরিমাণে কমাইয়া আনিতে হইবে; যাহাতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন মূল্য (Production Cost) প্রায় শূন্য হইয়া যায়, কিন্তু মজুরী বৃদ্ধি পায় ও রেশম বস্ত্র, মটকা প্রভৃতির মোট দাম কমিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে রেশম শিল্পী ভাইদের আমি জানাইতে চাই যে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় রেশম কীট গবেষণাগার বহরমপুরেই অবস্থিত। আপনারা গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে কোন সময় যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিবেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে উন্নত প্রথায় উন্নত ও উৎকৃষ্ট রেশমকীট উৎপাদন ও পালন করিতে পারিবেন। সুতরাং সরকারের রেশম বিভাগ বা Sericulture দপ্তরের সাহায্য লইয়া আপনারা সকলেই এই বনমহোৎসবের সময় বহুল পরিমাণে তুঁতগাছ

রোপণ করুন ও সেইগুলিকে সযত্নে লালন পালন করিয়া বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত করুন ও যথা সময়ে রেশমকীট পালনের কুটির শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া তুলুন।

বহরমপুর
১-৭-৫৯

স্বাঃ—শ্রী ভি, এস্, সি, বোনার্জ্জী
জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ।

'মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচার আপিস হইতে প্রচারিত'

## নিলামের ইস্তাহার

### চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
### নিলামের দিন ১০ই আগষ্ট ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৪ খাং ডিঃ মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং জাব্বার সেখ দিং দাবি ২২ টাকা ৯৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদেবপুর ৩-৪০ শতকের কাত ২।৪ আঃ ১৫৲ খং ১২০

১৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮ টাকা ৩১ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-১৪ শতক জমি আঃ ৮৲ খং ১২১

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

২৩৪ খাং ডিঃ রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী দেং কালীপদ হালদার দাবি ২৬ টাকা ৬২ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১-৯ শতকের মধ্যে /২ কাঠার কাত ১৷৷০ আঃ ৫৲ খং ৩৪৩ কোরফা স্বত্ব

২৩৫ খাং ডিঃ ঐ দেং হরিবন্ধু হালদার দাবি ৩২ টাকা ৩৭ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-৯ শতকের মধ্যে /৩৷৷০ কাঠার কাত ২৷৷৵০ আঃ ১০৲ খং ৩৪৩ ঐ স্বত্ব

২৩৬ খাং ডিঃ ঐ দেং জুরাণীবালা হালদার দাবি ২৬ টাকা ৬৫ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-৯ শতকের মধ্যে /২ কাঠার কাত ১৷৷০ আঃ ৫৲ খং ৩৪৩ ঐ স্বত্ব

২৩৮ খাং ডিঃ ঐ দেং সতীশ হালদার দাবি ৩৭ টাকা ২১ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-৯ শতকের মধ্যে ।০ পাঁচ কাঠার কাত ৩৸০ আঃ ২০৲ খং ৩৪৩ ঐ স্বত্ব

### চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
### নিলামের দিন ১৭ই আগষ্ট ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৬ মনি ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং জিতেন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ৪৫ টাকা ৭০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সিদ্ধিকালী ৪-৯৬ শতকের কাত ১৯৷৵১১ পাই আঃ ১০০৲ খং ৬ ইহাতে দেন্দারগণের রকম ৷৷০ আনা অংশ

# বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

## জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ ( লে ) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন ( ২ ) ও ( ৫ ) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ ( লে ) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

( ১ )

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

( ২ )

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

( ৩ )

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

( ৪ )

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

( ৫ )

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্টহয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

( ২য় পৃষ্ঠার জের )

পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন নাই।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলে জানা গেল যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক পুনর্গঠনে খুশী হইতে পারেন নাই। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের মতে পশ্চিম বঙ্গে খাদ্য ও কৃষি দপ্তর একজন মাত্র মন্ত্রীর অধীনে থাকা উচিত অন্যথায় পশ্চিম বঙ্গে কোনদিন প্রশাসনিক গলদ দূর করা সম্ভব হইবে না। তথ্যাভিজ্ঞ মহল হইতে আরও বলা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ উপেক্ষা করার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

## ৭০ লক্ষ টন গম

গত শনিবার অপরাহ্ণে খিদিরপুর ডকে গম বোঝাই মার্কিন জাহাজ গালাওয়ের সম্মুখে এক অনুষ্ঠানে আমেরিকার পক্ষ হইতে কলিকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল আনুষ্ঠানিকভাবে ৭০ লক্ষ টন গম ভারতের নিকট হস্তান্তরিত করেন। পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক কনসাল জেনারেল শ্রীগর্ডন এইচ ম্যাটসনের হাত হইতে একটি গম ভর্ত্তি ক্ষুদ্র থলিয়া গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। মার্কিন গণ-আইনের কার্য্যসূচী অনুযায়ী ঐ গম ভারতকে দেওয়া হয়।

শ্রীগর্ডন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে তাঁহারাও চাহেন ভারতের গণতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠুক। ভারতের সহিত আমেরিকার সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসার লাভ করুক। তিনি জানান যে স্বাধীনতা লাভের পর আজ পর্য্যন্ত ভারতকে আমেরিকার পক্ষ হইতে ৮০২ কোটি টাকার সাহায্য করা হইয়াছে।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সেনও ভারতের খাদ্যোৎপাদন যদিও বৃদ্ধি পাইয়াছে তবুও এই সাহায্য না পাইলে বিশেষ কষ্ট হইত ইত্যাদি ইত্যাদি ইজ্জত রাখিয়া ধন্যবাদ দেন।

## পারিতোষিক বিতরণী সভা

—০—

গত ২৭শে জুলাই সোমবার কাঞ্চনতলা জগবন্ধু ডায়মণ্ড জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সভায় মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রী ভি. এস. সি. বোনার্জ্জী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি এই প্রাচীনতম বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন এবং ছাত্রগণের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় মুর্শিদাবাদের সিভিল সার্জ্জেন, জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে জেলা শাসক মহোদয় জে. ডি. জে. ইন্‌ষ্টিটিউসনে, পৌর প্রতিষ্ঠানে এবং বালিকা বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপণ করেন।

## নৃশংস হত্যাকাণ্ড

—০—

বিগত ১লা শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে সাগরদীঘি থানার যোগপুর গ্রামের গণপতি দত্তকে, তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রীকে ও এক বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রকে আততায়ীগণ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ গোয়েন্দা কুকুর 'লাকি'কে আনাইয়া তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দুই জন আসামীকে ধরিয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

## সুতী থানা কৃষিক্ষেত্রে বনমহোৎসব

—০—

গত ২৫শে জুলাই শনিবার সুতী থানা কৃষিক্ষেত্রে বনমহোৎসব পালিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রী ভি. এস্. সি. বোনার্জ্জী আই-এ-এস মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। জেলা কৃষি অধ্যক্ষ মহাশয় বৃক্ষের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গের মাত্র ২ শতাংশ হইল বনভূমি কিন্তু থাকা উচিত ৩০ শতাংশ এবং এ বিষয় সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন ও সেজন্য জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন। এই উপলক্ষে সরকার বর্ত্তমানে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋণদানের ব্যবস্থা করেছেন। জেলা শাসক মহাশয় বলেন বর্ষা ঋতুতে বৃক্ষ রোপণ আমাদের চিরাচরিত প্রথা এবং এ বৎসর ইহা ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত পালিত হইবে। এই বৃক্ষ সংখ্যা বর্ত্তমানে কমিয়া যাওয়ায় জনগণের মধ্যে উৎসাহ দিবার জন্য এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। কোনও অকেজো বৃক্ষ কাটিবার পূর্ব্বে তাহার স্থলে অন্য বৃক্ষ পূর্ব্বাহ্ণে বসাইবার ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দেন তাছাড়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি কল্পে সাধারণ আবাদি জমিতে প্রতি একরে ২।৩টি গাছ লাগাইতে বলেন। সভায় শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী এস. ডি. ও. শ্রীগিয়াসুদ্দিন বিশ্বাস এম-এল-এ শ্রীঝড়ুলাল দাস, রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও বহু সরকারী ও বেসরকারী লোক উপস্থিত ছিলেন।


## জঙ্গিপুর কলেজ ( মুর্শিদাবাদ )

( গভঃ স্পন্‌সর্ড )

স্বাস্থ্যকর স্থান, অতি অল্প ব্যয়ে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা, সহরের সমস্ত সুবিধাযুক্ত গ্রাম্য পরিবেশ।

আই. এ. আই. এস. সি. তে ১ম ও ২য় শ্রেণী, এবং বি. এ. বি. এস. সি. তে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি চলিতেছে।

সুন্দর ছাত্রাবাস, অতি অল্প সংখ্যক আসন আছে। মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রের সুযোগ ও সুবিধা। সত্বর নম্বর তালিকার নকলসহ বিশদ বিবরণীর জন্য প্রিন্সিপ্যালের নিকট আবেদন করুন।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য নোটীশ বোর্ডে দ্রষ্টব্য।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

**বিশ্বস্ততার প্রতীক**

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

# আমলা কেশ তৈল



সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

---

## দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

---

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

## ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

## মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ-



'আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

---

## শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।